একক ৩১ ❐ রূপগঠন প্রণালী : বাংলা শব্দের রূপতত্ত্ব

গঠন

৩১.১ উদ্দেশ্য
৩১.২ প্রস্তাবনা
৩১.৩ মূলপাঠ
　৩১.৩.১ রূপিম / মূলরূপ / রূপমূল
　৩১.৩.২ রূপিম, শব্দ ও অক্ষর
　৩১.৩.৩ রূপিম সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া
　৩১.৩.৪ উপরূপ ও সমধ্বনিরূপ
৩১.৪ সারাংশ
৩১.৫ রূপিমের শ্রেণিভেদ
৩১.৬ অনুশীলনী
৩১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শব্দের গঠন অনুযায়ী তার শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- শব্দের রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- রূপবৈচিত্র্য সাধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি যোগ করা) সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩১.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির প্রকৃত রূপ সম্পর্কে আমরা প্রথমে একটি ধারণা তৈরি করতে চেষ্টা করব। ভাষার ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনির নানাপ্রকার বিন্যাসে অর্থপূর্ণ নানা শব্দ গঠিত হয়। কিন্তু শব্দই ভাষার ন্যূনতম অর্থপূর্ণ একক নয়, ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে এই মর্যাদা পাবার যোগ্য রূপিম বা মূলরূপ বা রূপমূল (Morpheme) এই রূপিম ও শব্দের পার্থক্য, অক্ষরের সঙ্গোই বা তার তফাৎ কোথায়, কীভাবে এই রূপিমের নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, সেই প্রসঙ্গো আমরা আলোচনা করে শব্দ ও রূপের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা অর্জন করার চেষ্টা করব।

৩১.৩ মূলপাঠ

সাধারণভাবে আমরা বলি যে ধ্বনির অব্যবহিত পরের বৃহত্তর একক হল শব্দ (word), কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, ধ্বনির ঠিক পরবর্তী বৃহত্তম এককটি শব্দ নয়, সেটি হল রূপিম বা রূপমূল বা মূলরূপ (Morpheme)। রূপিম কখনও কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ শব্দ হিসাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে, কখনও কখনও একাধিক রূপিম যুক্ত অবস্থায় অর্থপূর্ণ শব্দের মর্যাদা পেয়ে, তবে বাক্যে বা কথায় ব্যবহারের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। যেমন ধরুন—'মানুষ' রূপটি এককভাবে বাক্যে প্রযুক্ত হতে সক্ষম। কিন্তু 'গণ' এই রূপটি অর্থপূর্ণ শ্বদি হিসাবে এককভাবে বাক্যে ব্যবহারের অনুপযুক্ত। সেক্ষেত্রে তাকে 'মনুষ্য' জাতীয় অর্থপূর্ণ রূপকে আশ্রয় করে, যুক্তভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে হয়। যেমন—মনুষ্যগণ। রূপিম হিসাবে এইভাবে আমাদের পরিচিত শব্দগুলি যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি রূপিম হিসাবে বিভিন্ন বচন ও কারকের চিহ্নস্বরূপ বিভক্তিগুলি এবং লিঙ্গানির্দেশক প্রত্যয়গুলিও ব্যবহৃত হয়। তাহলে এইবার রূপিম হিসাবে আমরা কোন্ ভাষা-এককগুলিকে সনাক্ত করব, কীভাবেই বা করব অর্থাৎ এককথায় রূপিম কাকে বলব আর কাকে বলব না, তার বিচার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

৩১.৩.১ রূপিম/মূলরূপ/রূপমূল

বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী রূপিম সম্পর্কে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। সেগুলিকে একত্র করলে রূপিম সম্পর্কে একটি সম্যক সংজ্ঞার্থ পাওয়া সম্ভব। মোটামুটি এইভাবে আমরা বলতে পারি : রূপিম বা মূলরূপ বা রূপমূল হ'ল এক বা একাধিক স্বনিমের সমন্বয়ে গঠিত এমন এক অর্থপূর্ণ, ক্ষুদ্রতম একক যা বারংবার ব্যবহৃত হ'তে পারে এবং যার অংশবিশেষের সঙ্গো অন্য শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য নেই।

এইখানে লক্ষ্য করুন, রূপিম চিহ্নিত করার স্পষ্টত চারটি সূত্র এখানে আমরা পেতে পারি। যেমন—

(১) এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত ক্ষুদ্রতম একক হতে হবে।

(২) এই এককটির একটি অর্থ থাকতে হবে।

(৩) এই এককটি ভাষায় বারবার ব্যবহৃত হয়ে ফিরে ফিরে আসে।

(৪) এই এককটির অংশবিশেষের সঙ্গো অন্য এককের কোনো ধ্বনিগত ও অর্থগত মিল থাকবে না।

উদাহরণ হিসাবে ধরুন 'ছেলেদের' শব্দটি। অর্থবোধের সহজাত ক্ষমতায় আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি শব্দটির দুটি অংশ—'ছেলে' এবং 'দের'। এই দুটি হল দুটি রূপিম। পূর্বোল্লিখিত শর্ত কীভাবে এখানে রক্ষিত হয়েছে দেখুন। 'ছেলে' এবং 'দের' দুটিই একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত। এই দুটিরই অর্থ আছে। যদি 'দের' রূপিমটির অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারি না, কিন্তু এটি যে বহুত্ববোধক একটি অর্থ বহন করছে, তা আমরা মনে মনে ঠিকই বুঝতে পারি। 'ছেলে' রূপিমটি এককভাবে বা অন্যান্য বহু রূপিমের (প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ শব্দগুলি সবই এক একটি রূপিম) সঙ্গো যুক্তভাবে বারংবার ভাষায় পুনরাবৃত্ত হতে পারে। যেমন—ছেলেরা, ছেলের, ছেলেটি, ছেলেমানুষী ইত্যাদি। ঠিক তেমনভাবে 'দের' রূপিমটি এককভাবে ব্যবহৃত হবার যোগ্য না

হলেও অন্য রূপিমের সঙ্গো যুক্তভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন—আমাদের, বুড়োদের, যাদের ইত্যাদি অর্থাৎ লক্ষ্য করুন কিছু রূপিম একা ব্যবহৃত হতে পারে, কিছু রূপিম তা পারে না। এইবার শেষ শর্তটির দিকে লক্ষ্য করুন। যদি বলি 'আহ্লাদের কথা' তবে 'আহ্লাদের' শব্দটিতে 'দের' রূপিমটির ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে বহুবচনাত্মক 'দের' এটি নয়। 'আহ্লাদ' শব্দটির সঙ্গো সম্বন্ধবাচক 'এর' বিভক্তি যোগ করে এটি দাঁড়িয়েছে 'আহ্লাদের'। আরও দেখুন—এই শব্দটিকে যদি আহ্লা' এবং 'দের' এইভাবে ভেঙে দিই, তাহলে কোনো খণ্ডাংশেরই কোনো অর্থ বজায় থাকে না, অথচ রূপিম হতে গেলে অর্থগত স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকা দরকার। সেক্ষেত্রে ঐ খণ্ডাংশগুলি কোনোটিই রূপিম হবার যোগ্যতা রাখে না।

মোটের উপর, সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি, কোনো ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যদি পূর্বোল্লিখিত চারটি শর্তই পূরণ করে, তবেই তাকে রূপিম বলা যাবে। অন্যথায় তাকে রূপিম বলতে পারব না। কখনও একটিমাত্র রূপিম একটি শব্দ গঠনে সক্ষম, যেমন—আম ; মাতৃ ইত্যাদি। আবার কখনও একাধিক রূপিম একটি শব্দ গঠনে প্রয়োজন। যেমন—আমসত্ত্ব ('আম' এবং 'সত্ত্ব' দুটি আলাদা রূপিম) বা মাতৃচরণ (মাতৃ' এবং 'চরণ' দুটি আলাদা রূপিম)।

৩১.৩.২ রূপিম, শব্দ ও অক্ষর

রূপিম বা রূপমূল বা মূলরূপ কাকে বলে আমরা দেখলাম। অবধারিত ভাবেই শব্দ (word) বা অক্ষরের (Syllable) সঙ্গো তার পার্থক্য কী সেই প্রসঙ্গ এসে যায়। পূর্বের উদাহরণগুলিতে আমরা দেখেছি এক বা একাধিক রূপিম একটি শব্দ গঠনে সক্ষম। রূপিমেরও নিজস্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ আছে, শব্দেরও তাই। রূপিমের গঠনগত একক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি, শব্দের গঠনগত এককও তাই। তাহলে একটি শব্দ বা রূপিমের পার্থক্য কোথায় ?

এই প্রসঙ্গো মনে করুন রূপিমের চারটি শর্তের কথা, রূপিমে ঐ চারটি শর্তই একযোগে পূরণ হওয়া প্রয়োজন। 'শব্দ' (word) হ'তে হ'লে কিন্তু এই শর্তাবলী পূরণের বাধ্যবাধকতা নেই। লক্ষ্য করুন, 'শব্দ' (word) হ'তে গেলে এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয় এবং অর্থপূর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক শর্ত। কিন্তু তা ক্ষুদ্রতম একক নাও হ'তে পারে। যেমন—'মানুষকে' শব্দটি 'মানুষ' ও 'কে' এই দুই রূপিমের সমন্বয়ে গঠিত। এর 'মানুষ' অংশটি একা ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু 'কে' একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। 'কে' অংশটি তবে শব্দ পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। কারণ সমস্ত শব্দই একা ব্যবহৃত হবার ক্ষমতা রাখে। তাই 'মানুষ' অংশটি শব্দ ও রূপিম—যুগপৎ এই দুই ভূমিকা নিতে পারলেও 'কে' তা পারে না, তাই 'মানুষ' একটি শব্দ, 'কে' একটি রূপিম, অর্থাৎ সংক্ষেপে শব্দ ও রূপিমের সূক্ষ্ম পার্থক্যরেখাটি চিহ্নিত হতে পারে এইভাবে—সব শব্দই একা একা ব্যবহৃত হতে পারে, সেইসব রূপিম শব্দ মর্যাদাভুক্ত বলে গৃহীত হতে পারে (যেমন—মানুষ, মাতৃ, আম)। কিন্তু যে রূপিমগুলিকে এককভাবে ব্যবহার করা যায় না (যেমন—কে, দের, সত্ত্ব) সেগুলি শব্দ হিসাবে গৃহীত হবার যোগ্য নয়।

এইবারে আসুন অক্ষর ও রূপিমের তুলনায়। রূপিম যদিও ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ, কিন্তু তা অক্ষর নয়। কারণ অক্ষর অর্থবহ হবার কোনো দায়ই কখনও পালন করে না। অথচ রূপিমকে অর্থানুষঙ্গা ছাড়া অস্তিত্ব বজায়

রাখতে কখনই দেখা যায় না। যেমন ধরুন 'আমের' শব্দটিকে অক্ষর (syllable) অনুযায়ী ভাগ করলে আ + মের এইরকম একটি চেহারা পাওয়া যায়। এখানে 'আ' একটি অক্ষর, 'মের' একটি অক্ষর। এই দুটি অক্ষরই কিন্তু অর্থহীন, যদিও এদের সম্মিলিত 'আমের' কথাটির অর্থ আছে। আবার এই শব্দটিকে যদি রূপিম অনুযায়ী ভাগ করি তাহলে দাঁড়ায় আম এর। এখানে 'আম' এবং 'এর' দুটিরই অর্থ বজায় আছে। অবশ্য কখনই কোনো অক্ষরের অর্থ থাকে না, এমন ব্যাপার নয়। কখনও কখনও কোনো অক্ষরের অর্থ থাকতেই পারে। যেমন—'মূলরূপ' শব্দটিকে অক্ষর অনুযায়ী ভাগ করলে 'মূল' ও 'রূপ' এই দুই অক্ষর পাই, যাদের নিজস্ব অর্থ আছে। এই দুই ভাগ আবার এই শব্দটির দুটি রূপিমও বটে। তাহলে এবার দেখুন—যে অক্ষরের একটি নিজস্ব অর্থ থাকে, তা অবশ্যই রূপিমের মর্যাদাসম্পন্ন অর্থাৎ তা একাধারে অক্ষর ও রূপিম। কিন্তু যে অক্ষরের কোনো অর্থ নেই, তা শুধু অক্ষর, তা কখনই রূপিম হবার যোগ্য নয়।

আসলে, অক্ষর হ'ল এমন এক ধ্বনিগুচ্ছ, যা উচ্চারণপ্রয়াসের এক ধাক্কায় উচ্চারিত হ'তে পারে। আরও একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয়—প্রতিটি অক্ষরে একটিমাত্র স্বরধ্বনি থাকে। কিন্তু রূপিম ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ হলেও সর্বদা তা এমন ক্ষুদ্রতম নয় যে উচ্চারণের প্রয়াসের এক ধাক্কাতেই তা উচ্চারিত হবে। সর্বোপরি রূপিমে একটিমাত্র স্বরধ্বনি থাকবে—এমন নির্দিষ্টতাও নেই। তাই রূপিম কখনও অক্ষরের মতো ক্ষুদ্রতম হতেও পারে, কখনও নাও হ'তে পারে। আসল কথা যেটি, সেটি হ'ল—অক্ষর ও রূপিমের ভেদরেখাটি মূলত অর্থনির্ভর।

এইবার যদি সামগ্রিকভাবে শব্দ, রূপিম ও অক্ষরের পারস্পরিক তুলনার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে সংক্ষেপে আমরা বিষয়টিকে চিহ্নিত করকতে পারি এইভাবে—শব্দের রূপিম নির্ণয়ে ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এককের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, কিন্তু এগোতে গিয়ে যখন দেখা যাবে যে আরও ক্ষুদ্র একক নির্ণয় করলে তার কোনো অর্থ হয় না, তখন সেইখানে থেমে যেতে হয়। অর্থাৎ শব্দের শেষ ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক হল রূপিম। একটি রূপিম যে সর্বদাই এক অক্ষরবিশিষ্ট হবে—এমন নয়। একটি শব্দে এই বিষয়টিকে কীভাবে আমরা লক্ষ্য করতে পারি, তা দেখুন—'দুল্‌কিচাল' শব্দটি—'দুলকি', 'চাল' এই দুই রূপিমে গঠিত। 'দুল্‌কি' রূপিমটি 'দুল্‌' ও 'কি' এই দুই অক্ষরে গঠিত। 'চাল' রূপিমটির এই একটিই অক্ষর। আবার কখনও এমনও হ'তে পারে যে একটি শব্দ একটিমাত্র রূপিম এবং ওই একটিমাত্র অক্ষর দারাই গঠিত। যেমন-'মা'। এখানে শব্দ, রূপিম এবং অক্ষর সমাপর্তিত হয়েছে।

৩১.৩.৩ রূপিম সনাক্তকরণের প্রক্রিয়া

এইবার আসুন, কীভাবে রূপিমকে চিনে নেওয়া যায় তার প্রক্রিয়াটিকে বুঝবার চেষ্টা করি। যেকোনো ভাষার ক্ষেত্রেই ভাষাতাত্ত্বিকগণ রূপিম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথম যে কাজটি করেন তা হ'ল কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর নমুনাসংগ্রহ করা। এইবার দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁদের কাজ থাকে—এই নমুনাগুলির থেকে ধ্বনিগত সদৃশ শব্দগুলিকে একত্রে গুচ্ছবন্ধ করা। তৃতীয় পর্বে তাঁরা খুঁজে বার করেন এই তুলনীয় শব্দগুলির সদৃশ অংশ কতটুকু। শেষপর্বে যেটি তাঁদের লক্ষণীয় বিষয় তা হ'ল—তুলনীয় শব্দগুলির সদৃশ অংশগুলি একই সঙ্গে ধ্বনিগত ও অর্থগতভাবে সদৃশ কিনা। অর্থাৎ একযোগে ধ্বনি ও অর্থগত মিল যদি দেখা যায় কোনো অংশে, তবে সেই অংশটুকু একটি

দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি লক্ষ করি। ধরুন 'কাছে' এবং 'ঘরে শব্দ দুটির পারস্পরিক তুলনায় (কাছ্ + এ, ঘর + এ) দেখা গেল উভয়ের সদৃশ অংশ একমাত্র 'এ'। ধ্বনিগত দিক থেকে তো বটেই, অর্থগত দিক থেকেই (অইধকরণে কোনো স্থান বোঝাতে) এটি একই। সুতরাং এক্ষেত্রে 'এ' একটি রূপিম হতে পারে।

কিন্তু যদি একাধিক রূপের মধ্যে শুধুমাত্র ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকে, অর্থগত সাদৃশ্য আদৌ না থাকে, তবে সেগুলি একই রূপিম হতে পারে না। যেমন ধরুন 'দুহিতা' ও 'লতা' শব্দের 'তা' অংশটিতে ধ্বনিগত সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু এদের তাৎপর্য দুটি শব্দে দুরকম। সেক্ষেত্রে এই দুটি 'তা' কখনই একই রূপিম বলে গণ্য হতে পারে না।

আবার এই প্রক্রিয়ায় বিপরীত ব্যাপারাটিও লক্ষ করুন। কখনও কখনও একাধিকবার রূপের মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য না থাকলেও অর্থবোধের দিক থেকে মিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন ধরুন—আচার্যা, অধ্যাপিকা, নদী ইন্দ্রানী। এই শব্দগুলিতে স্ত্রীলিঙ্গবাচক কিছু প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে, যথা—-আ, -ইকা, -ঈ, -আনী। এদের ধ্বনিগত সাদৃশ্য নেই, কিন্তু অর্থগত সাদৃশ্য আছে, কারণ এরা একই অর্থ বহন করছে—স্ত্রীবাচক অর্থ। এইরকম ক্ষেত্রে এগুলি একই রূপিম হিসাবে গণ্য হয়। তবে এইসঙ্গে অতি অবশ্যই মনে রাখবেন—এইরকম ধ্বনিগতভাবে বিসদৃশ অথচ অর্থগতভাবে সদৃশ অংশগুলিকে পরিপূরক অবস্থানে (Complementary Distribution) থাকতে হবে, অর্থাৎ একটি অন্যটির স্থানে পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন এখানে ইন্দ্র + আনী-রই বদনে ইন্দ্র + ইকা হতে পারবে না।

৩১.৩.৪ উপরূপ ও সমধ্বনিরূপ

রূপিম নির্ণয় বা চিহ্নিত করার সূত্রেই অবশ্যম্ভাবীভাবে এসে যায় উপরূপ বা সমধ্বনি রূপের প্রসঙ্গ। কখনও কখনও দেখবেন—কিছু রূপিম অর্থগত দিক থেকে সদৃশ, ধ্বনিগত দিক থেকে পুরোপুরি সদৃশ নয়। এরকম ক্ষেত্রে তাদের পার্থক্য ব্যাখ্যযোগে সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হতে পারে। কিছু শব্দ ধরে বিষয়টিকে লক্ষ্য করা যাক। ধরুন—সংবাদ, সম্ভব, সন্তাপ, সঞ্চয়, সঙ্কোচ শব্দগুলির কথা, এগুলির প্রতিটির আদিতে 'সম্' উপসর্গটি আছে, যেটি শব্দগুলিতে যথাক্রমে 'সং', 'সম্-', 'সন্-' 'সঞ্-' 'সঙ্' রূপে ধরা দিয়েছে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে এই 'সং', 'সম', 'সন্' 'সঞ্' এহং 'সঙ্' একই রূপিম হতে পারে কি না। সেক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত হবে—এগুলি একই রূপিম 'সম্' এর রূপান্তর। পরবর্তী বিভিন্ন ধ্বনির প্রতিবেশ, এদের ওই পরবর্তী ধ্বনির কাছাকাছি উচ্চারণে নিয়ে এসেছে। যেমন—

'সম্ভব'-এ ওষ্ঠ্যধ্বনি 'ভ' এর প্রভাবে ওষ্ঠ্য 'ম'-তে,

'সন্তাপ'-এ দন্ত্যধ্বনি 'ত' এর প্রভাবে দন্ত্য 'ন'-তে,

'সঞ্চয়'-এ তালব্য 'চ' এর প্রভাবে তালব্য 'ঞ'-তে

'সঙ্কোচ'-এ কণ্ঠ্যধ্বনি 'ক' এর প্রভাবে কন্ট্যধ্বনি 'ঙ'-তে,

রূপান্তরিত হয়েছে 'সম্'-এর 'ম' ধ্বনিটি। সুতারং এই শব্দগুলিতে 'সম' রূপটির যে ধ্বনিগত পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, তা ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রানুযায়ী ব্যাখ্যাযোগ্য এবং তা বাহ্যপার্থক্য। অর্থগত কোনো পার্থক্য এখানে নেই। এই

অবস্থায় 'সম্'-টি রূপিম আর তার প্রাতিবেশিক রূপান্তর 'সং', 'সন্-' 'সঞ্'- বা 'সঙ্-' কে বলা হবে 'সম্-' রূপিমের উপরূপ বা সহরূপমূল (Allomorph)।

বাংলায় এরকম আরও কিছু উপরূপের দৃষ্টান্ত দেখতে পারবেন। -টা (একটা), -টি (চারটি), -টে (তিনটে), টো (দুটো) এইভাবেই সহরূপমূলের ভূমিকা পালন করে। কিংবা বহুবচনাত্মক 'গুলি', 'গুলো', 'গুলা' ইত্যাদিও উপরূপের দৃষ্টান্ত হিসাবে গৃহীত হতে পারে।

শুধুমাত্র প্রত্যয় বা বিভক্তির ক্ষেত্রেই নয়, ধাতুর ক্ষেত্রেও উপরূপের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। যেমন—বাংলায় 'গি' ও 'যা' ধাতু দুটি উপরূপ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। 'গি' শুধু অতীতকালে (গেল, গিয়েছিল) এবং 'ইয়া' ও 'ইলে' অসমাপিকা বিভক্তি যোগে (গিয়া, গেলে) ব্যবহৃত হয়, অন্যত্র কখনও নয়। অন্যত্র সবসময়ই 'যা' ব্যবহৃত হয় (যাই, যাবে, যাওয়া)। 'কর্' ধাতুর ক্ষেত্রেও দেখা যায় 'কোর্'রূপে তার একটি বিভক্তিযুক্ত উপরূপ আছে, যেমন—

আমি করি (= কোরি)—তুমি করো

তুই করিস (= কোরিস)—তুই কর্

তুমি কোরো না—সে করে না

এক্ষেত্রে 'কর্' ও 'কোর্' দুটি সহরূপমূল।

মোটের ওপর এককথায় আমরা বলতে পারি উপকূপগুলির অর্থগত সাদৃশ্য থাকলেও ধ্বনিগত পার্থক্য যেটুকু থাকে সেটি একান্তভাবে অন্যধ্বনির প্রভাবজাত।

এইবারে আসুন 'সমধ্বনি রূপ'-এর বিষয়টিকে আমরা লক্ষ্য করি। যদি কখনও এমন হয় যে দুটি রূপিম-এ অর্থগত সাদৃশ্য কিছু নেই শুধুমাত্র ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে তবে সেই রূপিমগুলিকে 'সমধ্বনি রূপ' (Homophonous morpheme) বলা হয়। যেমন—আমরা যখন বলি 'সে বই পড়ে' কিংবা 'গাছ থেকে পাতা পড়ে' তখন এই দুই বাক্যে 'পড়্' ধাতুর মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে ঠিকই, কিন্তু অর্থগত সাদৃশ্য যে কিছু নেই তা নতুন করে বলে দেবার দরকার নেই। সুতরাং এই দুই 'পড়' ধাতু শুনতে এক হলেও অর্থবৈষম্যের কারণে একই রূপিম হ'তে পারে না। এক্ষেত্রে এই দুই 'পড়' ধাতু সমধ্বনি রূপ হিসাবে বিবেচিত হবে।

আবার দেখুন 'তোমায়' ও 'খায়' শব্দ দুটিতে 'য়' রূপমূল বর্তমান। কিন্তু অর্থের দিক থেকে 'তোমায়' শব্দে কার্মকারকের বোধ এবং 'খায়' শব্দে প্রথম পুরুষে বর্তমানকালের বোঝ জন্মাচ্ছে। সুতরাং এখান 'য়' দুটি পৃথক রূপমূল এবং সমধ্বনিযুক্ত রূপিম বলা যায়।

৩১.৪ সারাংশ

আসুন, এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম সেগুলির প্রতি আরেকবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিই। সূত্রাকারে বিষয়গুলিকে এইভাবে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে—

রূপিম হল ভাষার ন্যূনতম অর্থপূর্ণ একক। ধ্বনি বা অক্ষরের সঙ্গে তার পার্থক্য নিহিত রয়েছে মূলত এই অর্থপূর্ণতার মধ্যে।

রূপিম এককভাবে বা পরস্পর যুক্তভাবে বাক্যে প্রযুক্ত হয়। যে রূপিমগুলি এককভাবে প্রযুক্ত হতে সক্ষম, সেগুলি শব্দ হিসাবে গৃহীত হতে পারে।

কিছু রূপিম ধ্বনিগত দিক থেকে সদৃশ না হলেও অর্থগত দিক থেকে সদৃশ। এরা যদি পরিপূরক অবস্থানে থাকে, তবে এগুলি উপরূপ বা সহরূপমূল হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

আবার অন্যদিকে কিছু রূপিম ধ্বনিগত দিক থেকে সদৃশ হলেও অর্থগত কোনো মিলই তাদের মধ্যে থাকে না। এগুলিকে আমরা সমধ্বনি রূপ নামে অভিহিগত করতে পারি।

এক একটি রূপিমের কখনও একাধিক উপরূপ থাকে। আবার কোনো রূপিমের একটিই রূপ থাকে, কোনো উপরূপ থাকে না।

৩১.৫ রূপিমের শ্রেণিভেদ

রূপিম বা রূপমূল তার ব্যবহারযোগ্যতার উপর নির্ভর করে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হতে পারে, যেগুলিকে মুক্ত রূপমূল (Free morpheme) এবং বন্ধ রূপমূল (Bound morpheme) নামে চিহ্নিত করা হয়। আসুন, এবার আমরা দেখি, কোন বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

মুক্ত রূপমূল—যে সমস্ত রূপমূলের স্বাধীন ও একক ব্যবহারযোগ্যতা আছে অর্থাৎ যে সমস্ত রূপমূল বা রূপিমকে অন্য কোনো রূপিমের সাথে যুক্ত না করেই বাক্যে ব্যবহার করা যায়, তেমন রূপিমকে মুক্ত রূপিম বা মুক্ত রূপমূল বলা হয়। যেমন, একটি বাক্য ধরুন—রাম বনে ফুল পাড়ে। এখানে শব্দগুলিকে রূপতত্ত্ব অনুযায়ী ভাগ করলে পাই—রাম = রম্ + ঘঞ, বনে = বন্ + এ, ফুল, পাড়ে = পাড়্ + এ। এবার দেখুন ‘রম্’ বা ‘ঘঞ্’ এককভাবে বাক্যে প্রয়োগ করার কোনো দৃষ্টান্ত আমাদের ভাষাবোধে নেই। কিন্তু আমরা ‘বন’ ‘ফুল’ ও ‘পাড়্’ রূপিমগুলির স্বাধীন ও একক প্রয়োগে অভ্যস্ত। তাই শেষোক্ত এই তিনটিকেই মুক্ত রূপিম বা রূপমূল বলতে পারি।

অন্যদিকে ‘রম্’ বা ‘ঘঞ’, এর মতই ‘বনে’র ‘এ’ রূপিমটি এবং ‘পাড়ের’ ‘এ’ রূপিমটিও এককভাবে প্রযুক্ত হবার পক্ষে অনুপযুক্ত। অথচ সেইসঙ্গো আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করুন—দুটি ‘এ’-ই বিশেষ দুটি অর্থ বহন করছে, ‘বনে’র ক্ষেত্রে অধিকরণ বোঝাতে, ‘পাড়ে’র ক্ষেত্রে প্রথমপুরুষে ক্রিয়ার সাধারণ বর্তমান কাল বোঝাতে। এই জাতীয় রূপমূলকে বন্ধ রূপমূল বা রূপিম বলা যায়।

অর্থাৎ বন্ধ রূপমূলের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে আমরা বলতে পারি—যে সকল রূপিমের অর্থময়তা আছে, অথচ স্বাধীন বা এককভাবে ব্যবহারযোগ্যতা নেই, অন্য কোনো রূপমূলের সঙ্গো যুক্ত হ’লে তবেই তার অর্থগত তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়, তাকে বলা হয় বন্ধ রূপমূল বা রূপিম।

বন্ধ রূপমূল হিসাবে আমরা যাবতীয় আদ্যপ্রত্যয় বা উপসর্গ (Prefix), বিকরণ ও মধ্যপ্রত্যয়/মধ্যসর্গ—(Infix) এবং অন্ত্যপ্রত্যয়, বিভক্তি/পরসর্গ (Suffix) গুলিকে চিহ্নিত করতে পারি। এছাড়া নামপদ ও ক্রিয়াপদেরও মূল যে ধাতু অংশ, সেগুলিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বন্ধরূপমূল হিসাবে দেখা দেয়। যেমন আমাদের পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত ‘রাম’ নামপদের ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটতে দেখছেন। ‘রম্’ ধাতুটি এককভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একেবারেই অচল।

এইবারে দেখুন, ধাতুর সঙ্গো এই উপসর্গ, মধ্যসর্গ বা অনুসর্গ যোগে কীভাবে রূপিম থেকে শব্দ তৈরি হয়। শব্দ বা ধাতুর আদিতে যা যোগ করা হয় তাকে বলে উপসর্গ। বিভিন্ন উপসর্গ ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দ করে। যেমন—অবেলা, আ-গাছা, অনা-বৃষ্টি, কু-কাজ, সু-চারু, প্র-হার ইত্যাদি।

এইভাবেই শব্দ বা ধাতুর অন্তে যা কিছু যোগ করা হয় তাকে বলে পরসর্গ। আমরা আগেই দেখেছি বিভিন্ন প্রত্যয়, বিভক্তি এবং অনুসর্গগুলি এই পর্যায়ভুক্ত। অর্থনিরূপণের ক্ষেত্রে এগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন—

ডাকাত + ই = ডাকাতি

ঢাকা + ই = ঢাকাই

গোঁড়া + আমি = গোঁড়ামি

বখা + টে = বখাটে

ন্যাকা + পনা = ন্যাকাপনা

কর্ + আ = করা

যা + ইতেছে = যাইতেছে > যাচ্ছে

বল্ + ইব = বলিব > বলব

ছেলে + দের = ছেলেদের

মেয়ে + টা/টি = মেয়েটা/মেয়েটি

আমাদের ভাষায় মধ্যসর্গ ব্যবহারের নজির বিরল। প্রত্যয় যোগের আগে ধাতুর সঙ্গো অনেকসময় যে ধ্বনি বা রূপিমটি যোগ করে নেওয়া হয়, তাকে বিকরণ বলা হয়। এগুলিই মধ্যসর্গ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। যেমন—

ভাঙ্ + ছি = ভাঙছি, আবার

ভাঙ্ + আ (বিকিরণ) + ছি = ভাঙাচ্ছি

এইভাবে মুক্ত এবং বন্ধ রূপিমের নানাবিধ সংযোগ সম্মিলনে শব্দের উৎপত্তি এবং অর্থগত নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রে শব্দ সৃষ্টিতে রূপিমের বৈচিত্র্যসৃষ্টি করার ক্ষমতা একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়।

৩১.৬ অনুশীলনী

১. নিম্নলিখিত শব্দযুগ্মের পারস্পরিক তুলনায় উভয়ের পার্থক্য চিহ্নিত করুন ঃ

রূপিম/রূপমূল এবং শব্দ,

অক্ষর এবং রূপিম

উপরূপ এবং সমধ্বনিরূপ।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাদের রূপিমগুলিকে চিহ্নিত করুন ঃ

নাবালক, নিখুঁত, ভাসমান, ঘুমন্ত, ফুলগুলি, সংহার, সুখবর, লাঠিগাছা।

৩। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন ঃ

(ক) রূপিম/রূপমূল/মূলরূপের সংজ্ঞার্থ।

(খ) রূপিম সনাক্তকরণের প্রক্রিয়া।

(গ) রূপিমের শ্রেণিভেদ এবং শব্দগঠনে তাদের ভূমিকা।

৩১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

২. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

৩. শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—ভাষাবিদ্যা পরিচয়।